উপসংহার

'বাংলা ছোটগল্পে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন (১৯৫০-২০০০) : নির্বাচিত গল্পকার' শীর্ষক গবেষণা কাজে আমি যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি তেমনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছি। রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের সামাজিক অবস্থান, বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনচর্চা, পেশা, শিক্ষা, ভাষা, লোকায়ত জীবনকথা ইত্যাদি বিষয়গুলি আমার গবেষণায় উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা কর্মে নির্বাচিত গল্পকারেরা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গুণময় মান্না, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, মানব চক্রবর্তী, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও অনিল ঘড়াই) চলমান সময়ের জটিল আবর্তের মধ্যে থেকেও শেষপর্যন্ত মানবতার জয়গান শুনিয়েছেন। ফলে নগরকেন্দ্রিক জীবন চিত্রের বিপরীতে রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিতে গল্পকারেরা আপন শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের বিষয়-বিশ্লেষণে এবং লেখকের সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারে আমরা জেনেছি এই অঞ্চলের মানুষগুলির হাজারো অনাচার, নানা অসংগতি, শাসন ব্যবস্থায় জুলুম, অন্যায়-অত্যাচার, জীবনচর্যায় ভাঙচুর, বেঁচে থাকার সমস্যা, জীবন সংকট, মূল্যবোধের দোটানা ও প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, সমাজ-বন্ধনহীন যৌন জীবন, চিরকালীন প্রথা, আচার-আচরণ, পারিবারিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ ছবি প্রভৃতি বিচিত্র প্রসঙ্গ। আর এইসব কথাশিল্পীদের কলমে তা মূর্ত হয়েছে। গল্পকার নলিনী বেরা ১৮ .০৯ .২০১৮ সাক্ষাৎকারে আমাকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে দায়বদ্ধতার কারণটিও দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়েছেন—

> "শুধুমাত্র যে সারস্বত সাধনার জন্যই এই লেখালেখি তা একদমই নয়। কারণ, আমি মনে করি নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং নানানভাবে অবহেলিত এই আমিও তাদের কাছ থেকেই উঠে এসেছি। এই সমস্ত মানুষজন কিন্তু আমারই আত্মীয় আমারই পরিজন। সুতরাং এদেরই দুঃখ কষ্টের ভাগীদার হয়ে তাদের জন্যই কিছু বলা। যে কথাগুলো আমার হয়ে হয়তো 'অপারেশন পাঁচকাহিনা'র 'যমুনা' বলতে চেয়েছে সাদা পাতার দরখাস্তে।"

এই যমুনারা বংশ পরম্পরায় চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়েও দুঃখের বার্তাবাহী রূপে রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবনে প্রতীকী হয়ে রয়েছে। আর লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়েছে।

লেখকেরা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সাহিত্য কর্মের পাতায় পাতায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষের সামাজিক নানা সমস্যার সাথে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের বার্তা ঘোষণা করেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটির সাথে সমাজজীবনের নানা প্রসঙ্গ আলোচিত ও আলোকিত হয়েছে। সাথে সাথে এই গণজাগরণের রহস্য

অনুসন্ধানকারী গল্পকারদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়েছে। যা আমার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাঢ় অঞ্চলের সমাজজীবন সম্পর্কে আমার এই গবেষণা কাজটি ভবিষ্যৎ পাঠককে কৌতূহলী ও আগ্রহী করে নানান প্রশ্নের সমাধানের সূত্র দিয়ে সন্দেহ নিরসন করবে এই প্রত্যাশা রাখি।